GENEVA DECLARATION

সশস্ত্র সংঘাত ও উন্নয়ন সংক্রান্ত জেনেভা ঘোষণা

সশস্ত্র সংঘাত জীবন ও জীবিকা ধ্বংস করে, নিরাপত্তাহীনতা, ভয় ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে, এবং উন্নয়নের উপর ব্যপক নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সশস্ত্র সংঘাত-বিরোধ থেকেই হোক বা অপরাধ থেকেই হোক- গোষ্ঠী ও ব্যক্তির চরম ক্ষতি সাধন করে।

সশস্ত্র সংঘাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে, বাজারকে জনশূন্য করে, স্বাস্থ্য সেবার খরচ বাড়িয়ে দেয়, পরিবার ধ্বংস করে, আইনের শাসনকে দুর্বল করে এবং দুর্গত মানুষের কাছে মানবিক ত্রাণ পৌঁছানর ক্ষেত্রে বাধা প্রদান করে। সশস্ত্র সংঘাতের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রতিবছর লক্ষাধিক নিহত হয়, এবং আরও অগুনতি সংখ্যক লোক আহত হয়, যাদের অনেককে সারাজীবন ধরে এর জের বহন করতে হয়। সশস্ত্র সংঘাত মানবাধিকারের সম্মান রক্ষার জন্য স্থায়ী হুমকিস্বরুপ।

সশস্ত্র সংঘর্ষের ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে জীবনযাপন করতে চাওয়া একটি মৌলিক চাহিদা। এটা উন্নয়ন, সম্মান ও কল্যাণের পূর্বশর্ত। রাষ্ট্রের নাগরিকদের নিরাপত্তা প্রদান করা একটি সরকারের মূল দায়িত্ব।

২০০৫ সালে World Summit Outcome দলিলে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উন্নয়ন, শান্তি, নিরাপত্তা ও মানবাধিকারের মধ্যে সুদৃঢ় সম্পর্ক এবং পরস্পরকে প্রভাবিত করার দিকটিকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তারা সম্মানের সাথে এবং ভয় ও ক্ষুধা-মুক্ত হয়ে মানুষের জীবনযাপনের অধিকারের উপর জোড় দিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক গোষ্ঠী স্বীকার করেছেন যে, সশস্ত্র সংঘাত ও বিরোধ সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাগুলোর বাস্তবায়নকে বাধাগ্রস্থ করে, এবং সংঘাত প্রতিরোধ ও সমাধান, সহিংসতা হ্রাস করা, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও শান্তিস্থাপন করা দারিদ্রতা নিরসন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মানুষের জীবন উন্নয়নের জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

এছাড়া, শান্তি-স্থাপনা কমিশন নিরাপত্তা ও উন্নয়নের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে সংঘাত-পরবর্তী অবস্থায় শান্তি স্থাপনে একটি সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরবে। একইসাথে, এই কমিশন সশস্ত্র সংঘাতের সমস্যা দূর করার জন্য কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করবে।

এইসকল বাস্তবতাকে স্বীকার করে, আমরা ৪২টি দেশের মন্ত্রী ও প্রতিনিধিরা- যারা বিশ্বের সব অঞ্চলকে প্রতিনিধিত্ব করছে- জেনেভাতে একত্রিত হয়েছি এবং আমরা সশস্ত্র সংঘাত, এবং

আর্থ-সামাজিক ও মানব-সম্পদ উন্নয়নের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব কমাবার জন্য টেকসই নিরাপত্তা ও শান্তির সংস্কৃতিকে তুলে ধরতে কাজ করার জন্য বদ্ধপরিকর।

আমরা সশস্ত্র সংঘাত হ্রাস ও প্রতিরোধ করার কার্যক্রমকে জাতীয়, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক উন্নয়নের কাঠামো, প্রতিষ্ঠান ও কৌশলের সাথে সমন্বিত করব। একইসাথে, আমরা এই কার্যক্রমকে মানবিক ত্রাণ, দুর্যোগ, ও বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা উদ্যোগের সাথেও সমন্বিত করবো।

আমরা ব্যক্তিগত ভাবে ও একত্রিত হয়ে, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বহুপাক্ষিক স্তরে বাস্তবসম্মত ব্যবস্থা নেবো যাঃ

- সংঘাত প্রতিরোধ, সমাধান ও পুনর্মিলনে সাহায্য করে এবং সংঘাত-পরবর্তী সময়ে শান্তিস্থাপন ও পুনর্গঠনে সাহায্য দেয়;
- ক্ষুদ্র ও হালকা অস্ত্র ও গোলা-বারুদের বিস্তার, অবৈধ পাচার ও অপব্যবহার রোধ করে, এবং কার্যকর ভাবে অস্ত্র ব্যবহার হ্রাস করে, এবং অস্ত্র-সমর্পণ, সৈন্য অপসারন ও সমন্বয়, ও ক্ষুদ্র অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ করে-যার মধ্যে রয়েছে অস্ত্রের স্থানান্তর ও অবৈধ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ;
- মানবাধিকারের প্রতি পূর্ণ সম্মানকে তুলে ধরে এবং ন্যয়বিচার ও আইনের শাসনের মাধ্যমে সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধানে সাহায্য করে, ও অরাজক পরিবেশের উন্নতি ঘটায়।
- জননিরাপত্তা প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতাকে ত্বরান্বিত করে;
- সশস্ত্র সংঘাত হ্রাস করার জন্য একটি বিস্তৃত ধারণাকে তুলে ধরে এবং জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত ১৩২৫ ও ১৬১২ নং ধারা অনুযায়ী পুরুষ, নারী, ছেলে, মেয়েদের বিভিন্ন অবস্থা, চাহিদা ও সম্পদকে স্বীকৃতি দেয়;
- নিশ্চিত করে যে, সশস্ত্র সংঘাত প্রতিরোধ ও হ্রাস করার উদ্যোগ কিছু নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান ও দলের প্রতি লক্ষ্য রেখে নেয়া হয়েছে; এবং এই উদ্যোগ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী কর্তৃক সংঘাতহীন জীবনযাপন সংক্রান্ত কার্যক্রমের সাথে জড়িত।

ক্ষুদ্র ও হালকা ও অস্ত্রশস্ত্রের সরবরাহ ও চাহিদা নিয়ে কার্যকর ভাবে কাজ করার ক্ষেত্রে আমরা ভবিষ্যতে আরও ব্যবস্থা গ্রহন করবো। এর মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য হলো বর্তমানে জারী থাকা UN Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects কে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা এবং আইনগত ভাবে বাধ্যতামূলক ব্যবস্থাসমূহসহ অন্যান্য ব্যবস্থাগুলোর উন্নয়নকে আরও ত্বরান্বিত করা।

আমরা সশস্ত্র সংঘাতের সমাধানের জন্য আর্থিক সম্পদ, প্রায়োগিক কৌশল সংক্রান্ত সম্পদ ও মানবসম্পদ বৃদ্ধিতে সহযোগিতামূলক ও বিস্তৃতভাবে এবং সমন্বিত হয়ে কাজ করার জন্য বদ্ধপরিকর। এর মধ্যে রয়েছে, বিষয়টি জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সহযোগিতা সংগঠন (OECD) সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংগঠনের নিকট তুলে ধরার জন্য কাজ করা।

আমরা সশস্ত্র সংঘাতের মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি নিরুপণের, ঝুঁকি ও বিপদ পর্যালোচনার, সশস্ত্র সংঘাত হ্রাস করার কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়নের, এবং সর্বোত্তম ব্যবস্থা সংক্রান্ত জ্ঞান ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগসমূহকে সমর্থন জানাবো। আমরা স্বক্ষমতা তৈরি সহ অন্যান্য সমাধানকে তুলে ধরার জন্য জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে আক্রান্ত রাষ্ট্র ও গোষ্ঠী এবং দাতা গোষ্ঠীর সাথে একত্রে কাজ করবো।

আমরা ২০১৫ সাল নাগাদ, বিশ্বে সশস্ত্র সংঘাত জনিত ক্ষয়-ক্ষতি যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে আনতে এবং বিশ্বজুড়ে প্রকৃত মানব-নিরাপত্তা উন্নয়নে সচেষ্ট।

আমরা উন্নয়ন, শান্তি ও নিরাপত্তা-গঠন, জনস্বাস্থ্য, মানবিক, মানবাধিকার ও অপরাধী বিচার গোষ্ঠীর সাথে একত্রে কাজ করবো, এবং একই সাথে, আমরা সশস্ত্র সংঘাত হ্রাস করার এবং সরকার, আন্তর্জাতিক সংগঠন ও সুশীল সমাজের ক্রিয়াশীল জোটবদ্ধতার ক্ষেত্রে সুশীল সমাজের গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকাকে স্বীকৃতি জানাচ্ছি।

আমরা Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects এর নিরীক্ষণ সংক্রান্ত অনুষ্ঠিতব্য কনফারেন্সে এই ঘোষণাটি পেশ করবো।

আমরা আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করছি যে, উপযুক্ত ক্ষেত্রে এই উদ্যোগসমূহকে এগিয়ে নেবো এবং সমস্ত লক্ষ্যগুলোর অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য ২০০৮ এর মধ্যে একত্রিত হবো।

জেনেভা, ৭ জুন ২০০৬